



আমীনে আহলে সুন্নাত كَامِلَةُ التَّوَكُّلِ الْعَابِدَةِ এর
লিখিত “ফয়যালে রহমান” কিন্ডারবের একটি অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৪
WEEKLY BOOKLET-284

নফল রোযার ফযীলত

রোযাদারদের জন্য কুমার সুসংবাদ	০২
নেফল রোযার ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর ১৩টি বাণী	০৪
প্রচলিত গরমে রোযা রাখার ফযীলত	১০
নফল রোযার ১৩টি মাদানী ফুল	২২



শায়খে তরীকত, আমীনে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্বাস মাওলানা আবু বিলাদ

মুহাম্মদ ইলহুয়াস আত্তার কাদেরী রযবী كَامِلَةُ التَّوَكُّلِ الْعَابِدَةِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

(এই বিষয়টি ফয়যানে রমযানের ৩৭৩-৩৮১ এবং ৪২৮-৪৪০ থেকে নেয়া হয়েছে)

নফল রোযার ফযীলত

দোয়ায় আন্তর: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি “নফল রোযার ফযীলত” পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে ফরয সমূহের সাথে সাথে বিভিন্ন নামায আদায় করার ও নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য নসীব করো।
 آمين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশ ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। আরয করা হলো: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করে (২) আমার সুনাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠকারী। (আল বদরুস সাফিরাত, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৬)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

নফল রোযার ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযারও অভ্যাস করা উচিত, কেননা এতে ইহকালীন ও পরকালীন অসংখ্য উপকার

রয়েছে এবং সাওয়াবতো এতো বেশি যে, আর বলো না! মানুষের মন চায় শুধু রোযাই রাখতে থাকি। পরকালীন উপকারীতা গুলো হচ্ছে ঈমানের হিফযত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত আর ইহকালীন উপকারীতার মধ্যে তো দিনের বেলায় পানাহারের সময় ও খরচাদি থেকে মুক্তি, পেটের সংশোধন এবং অনেক ধরনের রোগব্যাদি থেকে নিরাপত্তার উপায়। আর সকল সাওয়াবের মূল হচ্ছে যে, রোযাদারের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়।

রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

আল্লাহ পাক ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَ
 الْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ
 وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَ
 الذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফযতকারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ, এ সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

(অনুবাদ: আর রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ) এর তাফসীরে হযরত আল্লামা আবুল বরকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ নাসাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এতে ফরয ও নফল উভয়

প্রকারের রোযা অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে: যে প্রতি মাসে “আইয়ামে বীয” (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর তিনটি রোযা রাখে, তাদেরকে রোযা পালনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (তাক্ফসীরে মাদারিক, ২য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক ২৯ পারার সূরা হাক্কার ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
 أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে প্রেরণ করেছো।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আয়াতে করীমার এই অংশ (বিগত দিনগুলোতে) এর আলোকে লিখেন: অর্থাৎ ইহকালীন দিনগুলো থেকে বিগত দিনগুলোতে বা ঐ দিনগুলোতে যা পানাহার থেকে বিরত ছিলো এবং তা রমযানুল মোবারকের রোযার দিন আর অপরাপর সুনাত রোযার দিনগুলো যেমন; “আইয়ামে বীয” (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ), আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম), আশুরার রোযা, সোমবারের রোযা, বৃহস্পতিবার দিন এবং শবে বরাতের দিন ইত্যাদি। (তাক্ফসীরে আযীযী, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٩﴾ (বিগত দিনগুলোতে) দ্বারা উদ্দেশ্য রোযার দিন, এখন উদ্দেশ্য হলো, তোমরা খাও এবং পান করো, এর বদলে যে, তোমরা রোযার দিনগুলোতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে নিজেকে পানাহার থেকে বিরত রেখেছো। (সুতরাং জান্নাতে পানাহার করা দুনিয়ায় পানাহার থেকে বিরত থাকার বদলে হয়ে যাবে) (তাক্ফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

নফল রোযার ফযীলত সম্পর্কিত

প্রিয় নবী ﷺ এর ১৩টি বাণী

১ জান্নাতের অভিনব গাছ

যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখলো, তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে, যার ফল আনারের চেয়ে ছোট এবং আপেল অপেক্ষা বড় হবে, তা মধুর মত মিষ্টি এবং খুবই সুস্বাদু হবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন রোযাদারকে সেই গাছের ফল খাওয়াবেন।

(মু'জামু কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩৫)

২ দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্ব

যে সাওয়াবের আশা রেখে একটি নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের (অর্থাৎ পথ চলার সমান) দূরত্বে রাখবেন। (জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২২৫১)

৩ দোযখ থেকে ৫০ বছর সফরের দূরত্ব

যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একদিনের নফল রোযা রাখলো, তবে আল্লাহ পাক তার এবং দোযখের মাঝে একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন বাহনের পঞ্চাশ বছরের পথচলা (অর্থাৎ দূরত্ব) পর্যন্ত দূর করে দেবেন।

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৪৯)

৪ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব

যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে এবং পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই পাওয়া যাবে। (আবু ইয়লা, ৫ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬১০৪)

৫ জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে

যে আল্লাহ পাকের পথে একদিনের ফরয রোযা রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন, যতো দূরত্ব সাত যমীন এবং আসমানের মধ্যবর্তী রয়েছে। আর যে একটি নফল রোযা রাখলো আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন, যতটুকু দূরত্ব যমীন এবং আসমানের মধ্যবর্তী রয়েছে।

(মু'জামুয যাওয়ানিদ, ৩য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৭৭)

৬ কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত উড়তে থাকে এমনকি...

যে একদিনের রোযা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে উড়তে শুরু করলো এমনকি বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলো।

(আবু ইয়াল্লা, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৭)

৭ রোযার ন্যায় কোন আমল নেই

হযরত সাযিয়্যুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাকে এমন কোন আমল সম্পর্কে বলেন, যার কারণে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।” ইরশাদ করলেন: “রোযাকে নিজের উপর অত্যাৱশ্যক করে নাও, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।” বর্ণনাকারী বলেন: “হযরত সাযিয়্যুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ঘরে দিনের বেলায় মেহমানের আগমন ছাড়া কখনো ধোঁয়া দেখা যায়নি। (অর্থাৎ তিনি দিনে খেতেনই না, রোযা রাখতেন)।”

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪১৬)



৮ রোযা রাখো, সাস্থ্যবান হয়ে যাবে

رُوِيَ مَا تَصِحُّوا- রোযা রাখো, সাস্থ্যবান হয়ে যাবে।

(মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৩১২)



৯ হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ

কিয়ামতের দিন যখন রোযাদার কবর থেকে বের হবে, তখন তাদের রোযার গন্ধে চেনা যাবে, তাদের জন্য দস্তুরখান বিছানো হবে এবং তাদের বলা হবে: “খাও! কাল তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, পান করো! কাল তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে, আরাম করো! কাল তোমরা ক্লান্ত ছিলে।” অতএব তারা পানাহার করবে এবং আরাম করবে, অথচ লোকেরা হিসাবের কষ্টে এবং পিপাসায় লিপ্ত থাকবে। (জমউল জাওয়ামেয়ে, ১ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬২)



১০...তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

যে **يَوْمَئِذٍ** পাঠ করে ইত্তিকাল করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং যে কোন একদিন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখলো, এতেই তার মৃত্যু হলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সদকা করলো, এতেই তার মৃত্যু হলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৩৮)



১১ যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হবে

হযরত সাযিয়্যদাতুনা উম্মে আম্মার বিনতে কা'আব **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমার এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন, আমি খাবার পেশ করলাম, তখন হুযুর



পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তুমিও খাও!” আমি আরয করলাম: “আমি রোযাদার।” তখন ইরশাদ করলেন: “যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয়, ফিরিশতারা সেই রোযাদারের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৮৫)

১২ হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এসো, নাস্তা করি।” তখন (হযরত সায়িদুনা) বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: “আমি রোযাদার!” তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমরা নিজেদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলালের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।” অতঃপর আবারো ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল! তুমি কি জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয় ততক্ষণ তার হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা তাকে দোয়া দিতে থাকে।”

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৪৯)

১৩ রোযাবস্থায় মৃত্যুর ফযীলত

“যে রোযাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় রোযা লিখে দেন।”

(আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাতাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৫৫৭)

সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য

সৌভাগ্যবান হচ্ছে ওই মুসলমান, যে রোযাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো বরং যে কোন সৎকাজেরত অবস্থায় মৃত্যু আসা ভাল বিষয়। যেমন; ওযু

অবস্থায় বা নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, মদীনার সফরাবস্থায় রুহ কবয হওয়া, হজ্জ পালনকালে মক্কায়ে মুকাররমা **رَادَاكَ اللَّهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا**, মিনা, মুযদালিফা কিংবা আরাফাত শরীফে ইত্তিকাল করা, দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া, এসবই মহান সৌভাগ্য, যা শুধুমাত্র সৌভাগ্যবানরাই অর্জন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** নেক আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা খায়সামা **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** বলেন: “সাহাবায়ে কিরাম **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** এ বিষয়টিই পছন্দ করতেন যে, কোন ভালো কাজে, যেমন; হজ্জ, ওমরা, জিহাদ, রমযানের রোযা ইত্যাদি অবস্থায় মৃত্যু আসুক।” (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

কালু চাচার ঈমান আলোকিত মৃত্যু

নেককাজ করা অবস্থায় মৃত্যুকে আপন করে নেওয়ার সৌভাগ্য শুধু ভাগ্যবানদেরই অংশ। এই বিষয়ে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকারফের একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং সারা জীবন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিন। মদীনাতে হাজ্জ আউলিয়া আহমদাবাদ শরীফ (গুজরাট, ভারত) এর কালু চাচা (বয়স প্রায় ৬০ বছর) রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইং) শেষ দশদিন শাহী মসজিদে (শাহে আলম, আহমদাবাদ শরীফ) ইতিকারফকারী হয়ে গেলো। তিনি আগে থেকেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকারফ প্রথমবারই করছিলেন। ইতিকারফে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো এবং পাশাপাশি দা'ওয়াতে ইসলামীর ৭২

মাদানী ইনআমাত থেকে প্রথম সারিতে নামায পড়ার উৎসাহ প্রদানকারী দ্বিতীয় মাদানী ইনআমের উপর আমল করার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করলো। দোসরা শাওয়ালুল মুকাররম তথা ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের তিনদিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার ৫/৬ দিন পর ১১ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২৫ হিজরী, ২৪ নভেম্বর ২০০৪ ইংরেজী তারিখে কোন কাজে বাজারে গেলে, ব্যস্ততাও ছিলো, কিন্তু দেরী হওয়াবস্থা প্রথম সারি না পাওয়ার সম্ভাবনায় ছিলো, তাই সব কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো এবং আযানের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেলো, ওজু করে যখনই দাঁড়ালো সাথে সাথে পড়ে গেলো, কালেমা শরীফ ও দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে তার রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো, **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** যার মৃত্যুর সময় কালেমা শরীফ পড়ার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ** কবর ও হাশরে তার তরী পার হয়ে যাবে। যেমনটি নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যার শেষ বাক্য **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১৬) দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের আরো কিছু বরকতের কথা শুনুন: ইত্তিকালের কিছুদিন পর তার সন্তান স্বপ্নে দেখলো যে, মরহুম পিতা সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে মুচকি হেসে হেসে বলছেন: “বৎস! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে লেগে থাকো, কেননা এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।



মওত ফযলে খোদা সে হো ঈমান পর,
রাব্ব কি রহমত সে জান্নাত মে পাওগে ঘর,

মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাহ।
মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাহ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রচন্ড গরমে রোযা রাখার ফযীলত (ঘটনা)

হযরত সাযিয়্যদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বলেন: প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মূসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে একটি সামুদ্রীক জিহাদে প্রেরণ করেন। এক অন্ধকার রাতে যখন নৌকার পাল উঠিয়ে দেয়া হলো তখন ঘোষণাকারী অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিলো: “হে নৌকা ওয়ালারা! দাঁড়াও! আমি কি তোমাদের বলবো না যে, আল্লাহ পাক নিজ দয়াময় দায়িত্বে কি নিয়েছেন?” হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মূসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বললেন: “যদি তুমি বলতে পারো, তবে অবশ্যই বলো।” সে বললো: “আল্লাহ পাক নিচ দয়াময় দায়িত্বে নিয়েছেন, যে প্রচন্ড গরমের দিনে নিজেকে আল্লাহ পাকের জন্য তৃষ্ণার্ত রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে প্রচন্ড তৃষ্ণার দিনে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।” বর্ণনাকারী বলেন: হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মূসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর অভ্যাস ছিলো যে, প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা রাখতেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২/ ৫১, হাদীস: ১৮)

কিয়ামতে রোযাদাররা খাবে

তাবেয়ী বুয়ুর্গ হযরত সাযিয়্যদুনা আব্দুল্লাহ বিন রাবাহ আনসারী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি একজন পাদ্রী থেকে শুনেছি: “কিয়ামতের দিন দস্তুরখানা বিছানো হবে, সর্বপ্রথম রোযাদাররা তাতে খাবে।” (ইবনে আসাকির, ৫/৫৩৪)





‘আইয়ামে বীয’ এর রোযা

প্রত্যেক মাদানী মাসে (অর্থাৎ আরবী মাসে) কমপক্ষে তিনটি রোযা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রাখা উচিত। এর অগণিত ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা রয়েছে। উত্তম হচ্ছে যে, এই রোযাগুলো ‘আইয়ামে বীয’ অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা।

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা

❶ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চারটা বিষয় ছাড়তেন না, আশুরার রোযা এবং যিলহজ্জ মাসে দশদিনের রোযা আর প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা ও ফযরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দু’রাকাত (অর্থাৎ সুন্নাত) নামায”। (নাসায়ী, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৩) হাদীসে পাকের এই অংশ “আশুরার রোযা এবং যিলহজ্জ মাসে দশদিনের রোযা” দ্বারা উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয়দিনের রোযা, অন্যথায় যিলহজ্জ মাসে দশ তারিখ রোযা রাখা হারাম।

(মিরাতুল মানাজিহ থেকে সংশ্লেষিত, ৩য় খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

❷ হযরত সায্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‘আইয়ামে বীয’ এ রোযা না রেখে থাকতেন না, সফর অবস্থায় হোক বা সফর ছাড়া হোক।

(নাসায়ী, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৪২)

❸ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: “তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক





মাসে শনি, রবি এবং সোমবার আর অপর মাসে মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৬)

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

- ﴿১﴾ “যেমনিভাবে তোমাদের নিকট যুদ্ধে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল থাকে, তেমনিভাবে রোযা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে তোমাদের জন্য ঢাল এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা হচ্ছে সর্বোত্তম রোযা।” (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১২৫) ﴿২﴾ প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা এমন, যেনো সর্বদা রোযা। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৭৫) ﴿৩﴾ রমযানের রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা অন্তরের কপটতা দূর করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৩২) ﴿৪﴾ যার দ্বারা সম্ভব হয় প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো, কেননা প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ মিটিয়ে করে দেয় আর গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে। (মু'জামু কবীর, ২৫তম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০) ﴿৫﴾ যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রাখো। (নাসায়ী, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৭)

মৃত্যুর জন্য দোয়া প্রার্থনা করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আইয়ামে বীয এর রোযা, নেকী ও সুনাতের মানসিকতা তৈরীর জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। শুধু দূর থেকে চেয়ে দেখলে হবে না, সুনাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে





রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকার্যও করুন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আপনার সেই রুহানী শান্তি অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে কেমন কেমন পথভ্রষ্ট ও বিকৃত মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়ে যায় তার একটি ঝলক প্রত্যক্ষ করুন। তেহসীল টুল (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক যুবক খুবই ঝগড়াটে ও দুষ্ট প্রকৃতির ছিলোম, মারামারি ও ঝগড়াঝাটি ছিলো তার পছন্দনীয় কাজ, তার অত্যাচারে পুরো মহল্লাবাসী অতিষ্ঠ ছিলো এবং পরিবারের লোকেরা এতোই অসন্তুষ্ট ছিলো যে, তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতো। সৌভাগ্যক্রমে কিছু ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকার্যের দাওয়াত দিলো, সে ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ বলে দিলো এবং রমযানুল মোবারকে (১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ ইংরেজী) আত্তারাবাদের মেমন মসজিদে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকার্যকারী হয়ে গেলো। ইতিকার্যের সময় সে ওয়ু, গোসল, নামাযের পদ্ধতি তাছাড়া আল্লাহ পাকের হক ও বান্দার হক এবং মুসলমানের সম্মান সম্পর্কে বিধানাবলী শিখলো, ভাব গাভ্রির্য়পূর্ণ সুন্নাতে ভরা বয়ান ও ভাবারেশ পূর্ণ দোয়া তাকে জাগিয়ে তুললো! খুবই অনুতপ্ত হয়ে সে অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করলো, নেক কাজের ইচ্ছা অন্তরে জেগে উঠলো। **سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ** সে ইশকে মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রতীক দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো, মাথাকে সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট দ্বারা সবুজাভ করে নিলো এবং ঝগড়াঝাটি ও মারামারির স্থলে নেকীর দাওয়াতের প্রেমিক হয়ে গেলো।





আঁও আঁকর গুনাহো সে তাওবা করো,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রহমতে হক সে দামন তুম আঁকর ভরো,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সোমবার শরীফ ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ৫টি বর্ণনা

﴿১﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, হযরত صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল উপস্থাপন করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল তখনই উপস্থাপন করা হোক, যখন আমি রোযাদার।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৭) যেনো রোযার বরকতে আল্লাহ পাকের রহমতের নদীতে জোয়াড় আসে।

(মীরাত, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

﴿২﴾ আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার শরীফ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন, এ সম্পর্কে আরয করা হলে ইরশাদ করেন: এই উভয় দিনে আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুসলমানের মাগফিরাত করেন, কিন্তু ঐ দু'ব্যক্তি ব্যতীত, যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদেরকে ইরশাদ করেন: তাদেরকে ছেড়ে দাও, যতক্ষন না তারা পরস্পর মীমাংসা করে নেয়।

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৪০)



প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে “মীরাত” ৩য় খন্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন: سُبْحَانَ اللهِ এই দু’টি দিন খুবই মহত্বপূর্ণ এবং বরকতময়, কেনইবা হবে না, এই মহৎদের সাথে সম্পর্ক যে, “বৃহস্পতিবার” তো জুমার প্রতিবেশী এবং হযরত আমেনা খাতুনোর গর্ববতী হওয়ার দিন আর “সোমবার” হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিলাদতের দিনও কোরআনে করীম অবতীর্ণেরও দিন।

﴿৩﴾ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা প্রতি বিশেষভাবে সজাগ থাকতেন।

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৫)

﴿৪﴾ হযরত সাযিয়দুনা আবু কাতাদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট সোমবার শরীফের রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: এদিন আমার বিলাদত (শুভ জন্ম) হয়েছে, এদিনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। (মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৮, ১১৬২)

﴿৫﴾ হযরত সাযিয়দুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর গোলাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাযিয়দুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সফররত অবস্থায়ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা বাদ দিতেন না। আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম: কি কারণে আপনি এ বৃদ্ধ অবস্থায়ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন? তিনি বললেন: হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! এর কারণ কি যে,

আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন? তখন ইরশাদ করলেন: মানুষের আমলগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপস্থাপন করা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৫৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার ৩টি ফযীলত

﴿১﴾ হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল, হযরত আমিনা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এর বাগানের সুবাসিত ফুল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুসংবাদরূপী বাণী হচ্ছে: “যে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। (আবু ইয়াল্লা, ৫ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৬১০)

﴿২﴾ হযরত সাযিয়দুনা মুসলিম বিন ওবায়দুল্লাহ কারাশী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তাঁর সম্মানিত পিতা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রিয় নবী, হযরত পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান দরবারে হয়তো নিজে আরয করেছেন, নতুবা অন্য কেউ আরয করতে শুনেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি সব সময় রোযা রাখবো? নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চূপ রইলেন, পুনরায় আরয করলেন: এবারও রইলেন। তৃতীয়বার আরয করলে ইরশাদ করলেন: রোযা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছে? আরয করলেন: “আমি ইয়া নবী আল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তখন উত্তরে ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় তোমার প্রতি তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে। তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাসে (শাওয়াল) এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো! যদি তুমি এরূপ করো, তবে যেনো তুমি সর্বদা রোযা রাখলে। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৬৮)

﴿৩﴾ প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “যে রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৭৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের রোযার ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴿১﴾ “যে বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখলো, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে আর ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে।

(মু'জামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩)

﴿২﴾ যে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা প্রাসাদ তৈরী করবেন এবং তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৭৩)

﴿৩﴾ “যে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখলো, অতঃপর শুক্রবার দিন অল্প বা বেশি সদকা করে, তবে সে যে গুনাহ করেছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন হয়ে যাবে যেমনটি সে ঐ দিন ছিলো, যেদিন সে তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। (প্রাণ্ড, হাদীস: ৩৮৭২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শুক্রবারের রোযা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৪টি বাণী

﴿১﴾ “যে শুক্রবারের রোযা রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে আখিরাতের দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন এবং সেই দিন (সময়ের হিসেবে)



দুনিয়ার দিনের মতো নয়।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৬২)

ফতোয়ায়ে রযবীয়া ১০ম খন্ডের ৬৫৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: জুমার রোযা অর্থাৎ শুক্রবারের রোযার সাথে যখন শনিবার বা বৃহস্পতিবার মিলে যাবে, তবে বর্ণিত আছে যে, দশ হাজার বছর রোযার সমান।

﴿২﴾ “যে জুমা আদায় করলো এবং এদিনের রোযা রাখলো আর রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো ও জানাযার সাথে গেলো আর বিবাহে উপস্থিত হলো, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো।”

(মু'জাম্বু কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৮৪)

﴿৩﴾ “যে রোযা অবস্থায় শুক্রবারের ভোর করলো এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো আর জানাযার সাথে গেলো ও সদকা করলো, তবে সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিলো।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৬৪)

﴿৪﴾ “যে শুক্রবার রোযা রাখলো এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো আর মিসকীনকে আহার করালো ও জানাযার সাথে চললো, তবে তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না।

(প্রাণ্ডজ, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৬৫)

হাদীসে পাকের এই অংশ “তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না” দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো তার নেকীরই তৌফিক অর্জিত হবে অথবা গুনাহ সম্পন্ন হতেই এমন তাওবা নসীব হবে, যা তার গুনাহ মিটিয়ে দেবে।

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জুমার দিনে রোযা খুব কমই ছেড়ে দিতেন। (প্রাণ্ডজ)



প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আশুরার রোযার পূর্বে কিংবা পরে আরো একটি রোযা রাখতে হয়, অনুরূপভাবে শুক্রবারেও করতে হয়, কেননা বিশেষভাবে শুধুমাত্র শুক্রবার কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা মাকরুহে তানযিহী (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)। অবশ্য যদি কোন বিশেষ তারিখে শুক্রবার কিংবা শনিবার এসে যায়, তবে ক্ষতি নেই। যেমন; ১৫ শাবানুল মুআযযম (শবে বরাত), ২৭ রজবুল মুরাজ্জব (শবে মেরাজ) ইত্যাদি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শুধুমাত্র শুক্রবার রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴿১﴾ “শুক্রবার রাতকে অন্যান্য রাতের ন্যায় জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করোনা আর শুক্রবার দিনকে অন্যান্য দিনের ন্যায় রোযার জন্য নির্দিষ্ট করোনা, কিন্তু তোমরা এমন রোযা পালনরত থাকো, যা তোমাদের পালন করতেই হবে। (মুসলিম, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৪৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ মিরাত ৩য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় “শুক্রবার রাতকে অন্যান্য রাতের ন্যায় জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করোনা।” এর আলো বলেন: অর্থাৎ শুক্রবার রাতে ইবাদত করাতে নিষেধ নাই, বরং অন্যান্য রাতে একেবারে ইবাদত না করা ঠিক নয়, কেননা তা উদাসীনতার প্রমাণ স্বরূপ, যেহেতু শুক্রবার রাতই বেশি মহত্বপূর্ণ, সম্ভাবনা ছিলো যে, লোকেরা একেই নফল ইবাদতের জন্য বিশেষ করে নেবে, তাই এই রাতের নাম নেয়া হয়েছে।

২ “তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কখনো শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে বরং এর পূর্বে কিংবা পরে একদিনের রোযা মিলিয়ে নেবে।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৮৫)

৩ “শুক্রবার তোমাদের জন্য ঈদ, শুধু এ দিনে রোযা রেখো না বরং পূর্বে কিংবা পরের দিন মিলিয়ে রোযা রাখো।” (আন্তরগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১)

হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো যে, শুধু শুক্রবার রোযা রাখা উচিত নয়, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়, যখন গুরুত্ব সহকারে শুধুমাত্র শুক্রবারেই রোযা রাখা হয়, যদি বিশেষভাবে নয় বরং শুক্রবার দিনটি ছুটি ছিলো, তাই এই সুযোগে রোযা রেখে নিলো, তবে ক্ষতি নেই।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিরাত ৩য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন: যেমন; কোন ব্যক্তি প্রতি মাসের এগারো তারিখ বা বার তারিখ রোযা রেখে অভ্যস্ত এবং ঘটনাক্রমে এই দিন শুক্রবার এসে গেলো, তবে রেখে নিবে, এখন তা অনুত্তমও নয়।

শুক্রবারের রোযা সম্পর্কে একটি ফতোয়া

এ প্রসঙ্গে ফতোয়ায় রযবীয়া (সংশোধিত) ১০ম খন্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে জ্ঞান সম্পন্ন প্রশ্নোত্তর প্রত্যক্ষ করুন: প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীনদের এ মাসআলা সম্পর্কে কি অভিমত যে, শুক্রবার নফল রোযা রাখা কেমন? এক ব্যক্তি শুক্রবার রোযা রাখলো, আরেকজন তাকে বললো যে, শুক্রবার হচ্ছে মুমিনদের ঈদ, এই দিন রোযা রাখা মাকরুহ এবং জোড় করে দুপুরের পর রোযা ভঙ্গ করিয়ে দিলো এবং “সিররুল কুলুব” কিতাবে

মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে লেখা দেখিয়ে দিলো। এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গকারীর দায়িত্বে কাফফারা অর্পিথ হবে কি না? আর ভঙ্গ করিয়ে দেয়া ব্যক্তির কোন অপরাধ আছে কি না? উত্তর: শুক্রবারের রোযা বিশেষ করে এই নিয়তে রাখা যে, আজ শুক্রবার, এই দিনের রোযা গুরুত্ব সহকারে রাখা উচিত, তবে তা মাকরুহ, কিন্তু এমন মাকরুহ নয় যে, তা ভঙ্গ করা আবশ্যিক, আর যদি বিশেষ গুরুত্বের নিয়ত ছিলো না, তবে মূলত ক্ষতিও নাই, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির যদি মাকরুহ হওয়ার নিয়ত সম্পর্কে জানে না, তাই তো অভিযোগই মূলত বোকামী এবং রোযা ভঙ্গ করিয়ে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কঠিন অপরাধ আর জানা থাকলেও তবু মাসআলা জানিয়ে দেয়া যথেষ্ট ছিলো, রোযা ভঙ্গ করিয়ে নয়, তাও আবার দুপুরের পর, যার অধিকার নফল রোযার ক্ষেত্রে পিতামাতা ব্যতিত আর কারো নেই, ভঙ্গকারী ও ভঙ্গ করিয়ে দেয়া ব্যক্তি উভয়েই গুনাহগার হবে, ভঙ্গকারীর উপর কাযা আবশ্যিক, কাফফারা একেবারেই নেই। وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

শনিবার ও রবিবারের রোযা

হযরত সাযিয়দাতুনা উম্মে সালামা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শনিবার ও রবিবার রোযা রাখতেন আর বলতেন: “এ দু’টি দিন (শনিবার ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন আর আমি চাই যে, তাদের বিরোধীতা করি।”

(ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৬৭)

শুধু শনিবার রোযা রাখা নিষেধ। যেমনটি হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন বুসর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তাঁর বোন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণনা করেন যে,



রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “শনিবারের রোযা ফরয রোযা ব্যতীত রেখো না।” হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এই হাদীস ‘হাসান’ আর এখানে নিষেধ মানে কোন ব্যক্তির শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া, কেননা ইহুদীরা এই দিনের সম্মান করে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নফল রোযার ১৩টি মাদানী ফুল

- ❖ মা বাবা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে মা-বাবার আনুগত্য করবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❖ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না।
(প্রাণ্ডক্ত, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❖ নফল রোযা স্বেচ্ছায় শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে, তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (প্রাণ্ডক্ত, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❖ নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করেনি, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে ভঙ্গ হয়ে গেছে, যেমন; মহিলাদের রোযাবস্থায় ‘হায়েয’ (ঋতুস্রাব) এসে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো, কিন্তু কাযা ওয়াজিব। (প্রাণ্ডক্ত, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)
- ❖ নফল রোযা বিনা কারণে ভঙ্গ করা নাজায়িয়। মেহমানের সাথে যদি গৃহকর্তা আহার না করে তবে মেহমান অসন্তুষ্ট হবে। অথবা মেহমান যদি খাবার না খায় তবে গৃহকর্তার কষ্ট হবে, তবে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এটি অপারগতা (ওযর) হিসেবে গণ্য হবে; তবে শর্ত হলো যে, তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, সে তা কাযা আদায় করে নিবে,



আরো শর্ত যে, তা ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ (অর্থাৎ দ্বী-প্রহর) এর পূর্বে ভঙ্গ করবে; পরে নয়। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৫-৪৭৬ পৃষ্ঠা)

- ❖ পিতামাতার অসম্ভষ্টির কারণে আসরের পূর্ব পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করতে পারবে; আসরের পরে নয়। (প্রাণ্ডক্ত, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❖ যদি কোন ইসলামী ভাই দাওয়াত করলো, তবে ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ (অর্থাৎ দ্বী-প্রহর) এর পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভঙ্গ করতে পারবে; কিন্তু কাযা করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❖ অনুরূপভাবে নিয়ত করেছে যে, “কোথাও দাওয়াত হলে রোযা নয় এবং দাওয়াত না হলে রোযা।” এ ধরনের নিয়ত সঠিক নয়, এমতাবস্থায় সে রোযাদার নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)
- ❖ চাকর কিংবা শ্রমিক নফল রোযা রেখে যদি কাজ পুরোপুরি করতে না পারে, তবে যে তাকে চাকুরী কিংবা শ্রমিক হিসেবে রেখেছে তার অনুমতি আবশ্যিক। আর যদি কাজ পূর্ণভাবে করতে পারে, তবে অনুমতির প্রয়োজন নেই।^(১) (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)
- ❖ ইলমে দ্বীনের ছাত্র যদি নফল রোযা রাখে, তবে দুর্বল হয়ে যাবে, ঘুম আসবে এবং অলসতার কারণে ইলমে দ্বীন অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে, নফল রোযা না রাখা।
- ❖ হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এ ধরনের রোযা রাখাকে ‘সাওমে দাউদী’ বলে এবং আমাদের জন্য এটাই উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ

১. চাকরী সম্পর্কে আরো অধিক জ্ঞান লাভের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত “হালাল পছায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল” রিসালাটি অবশ্যই পাঠ করে নিন।

করেন: “উত্তম রোযা হচ্ছে আমার ভাই দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর রোযা; তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রাখতেন না এবং শত্রুর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করতেন না।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৭০)

❁ হযরত সাযিয়দুনা সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام মাসের শুরুতে তিনদিন, মধ্যভাগে তিনদিন এবং শেষভাগে তিনদিন রোযা রাখতেন আর এভাবে মাসের শুরুতে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে রোযাদার থাকতেন।

(ইবনে আসাকির, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

❁ “সাওমে দাহর” অর্থাৎ ঐ পাঁচদিন ব্যতীত (অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম এবং যিলহজ্জের দশ তারিখ থেকে তের তারিখ পর্যন্ত যেদিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম) সর্বদা রোযা রাখা ‘মাকরুহে তানযিহী’ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

সর্বদা রোযা রাখা

সর্বদা রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞার উপর “বুখারী শরীফ” এর এই হাদীসটিও রয়েছে এবং এর সারমর্ম ওলামারা ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি প্রিয় নবী, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ۔ অর্থাৎ যে সর্বদা রোযা রাখে, সে রোযাই রাখলো না।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৭৯)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: যদি এই বিষয়কে “نَهَى” এর অর্থে গ্রহণ করি (অর্থাৎ যদি এই হাদীসের এই অর্থ গ্রহণ করি যে, সর্বদা রোযা রাখা নিষেধ এবং যে রাখবে সে কোন সাওয়াব পাবে না) তবে (এই অবস্থায় হাদীসের) এই বাণী সেই লোকদের জন্য, যারা

ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখার কারণে তার এই প্রবল ধারণা হয় যে, এতোই দুর্বল হয়ে যাবে, তার উপর যে দায়িত্ব সমূহ ওয়াজিব, তা আদায় করতে পারবে না, সেই দায়িত্ব দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী, যেমন; নামায, জিহাদ, সন্তানের লালন পালনের জন্য উপার্জন করা, এবং (প্রথম অবস্থার বিপরীতে দ্বীতীয় অবস্থা এরূপ যে) যদি ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার কারণে (যদি) তার (রোযাদারের) এরূপ প্রবল ধারণা হয় যে, ওয়াজিব দায়িত্ব তো যথাসম্ভব আদায় করে নিবো, কিন্তু ওয়াজিব নয় এমন দায়িত্ব আদায় করার শক্তি থাকবে না, তার জন্য রোযা মাকরুহ বা উত্তম নয় এবং যার এরূপ প্রবল ধারণা হলো যে, সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখার পরও সকল ওয়াজিব, সুনাত ও মুস্তাহাব দায়িত্ব যথাসম্ভব আদায় করে নিতে পারবে, তার জন্য ক্ষতি নেই। কিছু সাহাবায়ে কিরাম যেমন; আবু তালহা আনসারী এবং হামযা বিন আমর আসলামী رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখতেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁদের নিষেধ করেননি, অনুরূপভাবে অনেক তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কিরামরাও সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখার বর্ণনা রয়েছে।

(আশিয়াতুল লুমআত, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা) (নুযহাতুল কারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের জীবন, সুস্বাস্থ্য ও অবসরকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে অধিকহারে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন, তা কবুলও করুন আর আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করুন। آمين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিন্দ্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সাজেদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিন্দ্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net